জেলারডায়েরি

স্বরসৃজনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় মন কাড়লেন জগন্নাথ, উর্মিমালা

ছবি : নিতাই রক্ষিত

সম্যক খান

শ্রুতিনাটকে মেতে উঠল স্বরসৃজনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এর সঙ্গে ছিল ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের আবৃত্তি। অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে ছিল রাজ্যের প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী দম্পতি জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসুর নজরকাড়া পারফরম্যান্সও। একপ্রকার বলতে গেলে বসন্তের সন্ধ্যায় বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন শহরবাসী। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা পরিষদ হলে সাংস্কৃতিক সংস্থা 'স্বরসৃজনের' বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটকের উপরই ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে ওই সংস্থা। ২০১৪ সালে মাত্র ১১ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে যে ক্ষুদ্র সংস্থা তৈরি হয়েছিল আজ তা দিনের পর দিন নবকলেবরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০। সংস্কৃতিপাগল দুই ব্যক্তিত্ব তড়িৎ বরণ অধিকারী ও মৃত্যুঞ্জয় বেরা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন স্বরসৃজনকে। অনেকে কথা বলতে পারলেও বাচনভঙ্গীতে পারদর্শী নয়। জেলা তথা শহরের ছেলেমেয়েদের বাচনভঙ্গীতে পারদর্শী করে তোলার জন্যই পথ চলা শুরু স্বরসৃজনের। তড়িৎবাবুদের কথায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস শহর তথা জেলার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। প্রতিমাসের এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাচিক শিল্পী দম্পতি জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসুকে মেদিনীপুর শহরে নিয়ে আসা হয়। যারা কচিকাঁচাদের বাচনভঙ্গির তালিম দিয়ে থাকেন। গত প্রায় ছয় বছর ধরে স্বরসৃজনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন তড়িৎবাবু, মৃত্যুঞ্জয়বাবুদের পাশাপাশি সংস্থার সভাপতি অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ জীবন পাত্র প্রমুখ। অব্যবসায়িক এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বছরে একবার ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের সুযোগ করে দেওয়ার স্বার্থে বাৎসরিক অনুষ্ঠান করা হয়। গত ৭ তারিখ সেই আসর বসেছিল জেলা পরিষদ হলে।

ছবি : প্রতিবেদক

কচিকাঁচাদের হীরু ডাকাত দর্শকদের মন জিতল

রঞ্জন মাইতি

অভিনয় জগতে ওঁরা প্রথম। কিন্তু তাদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলেন দর্শকরা।বৃহস্পতিবার বিকেলে মহিষাদল ভারত সেবাশ্রমের প্রনবানন্দ আদর্শ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ,গান, আবৃত্তির পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় 'হীরু ডাকাত' নামক একটি নাটক। স্কুলের ১৯ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পাঁচদিন সময়ের মধ্যে নাটকটি তৈরি করেন স্কুলের শিক্ষিকা অপর্ণা তুঙ্গ বাগ। ' ডাকাত' কথাটা কানে এলেই সকলে মন শিউরে ওঠে। মনের মধ্যে ভয় দানা বাঁধতে শুরু করে। তবে ডাকাতরা সবসময় খারাপ হয় এমনটা নয়। ডাকাতদল একশ্রেণী মানুষের ধনদৌলত ডাকাতি করত, কিন্তু সেই ডাকাতির অর্থ বা সামগ্রিক সমাজের দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করত। আগেকার সময়ের ডাকাতদল আর বর্তমান সময়ের ডাকাদলের মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। ডাকাতরা যে শুধুই ডাকাতি করত তা নয়। নিয়ম নিষ্ঠা মেনে ঠাকুর দেবতাদের আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। ডাকাতদের জীবনকাহিনী ছাত্রছাত্রীদের জানানোর জন্য স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে নাটকটি গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানান, স্কুলের শিক্ষিকা অপর্ণাদেবী। তিনি আরো জানান, শিশুদের পঠনপাঠনের পাশাপাশি খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।তাই প্রতিবছর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাটক করা হয়। এবছর মাত্র পাঁচদিন সময়ের মধ্যে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পড়াশোনার ফাঁকে নাটকটি তৈরি করা হয়েছে। সৌমি, দেবাঞ্জনা, সাত্তিকা, অনুষ্কারা জানান, তাদের কাছে এইটাই প্রথম অভিনয়। কম সময়ের মধ্যে মেম আমাদের সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আমাদের অভিনয় অভিভাবক , স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকা থেকে আগত দর্শকদের ভাল লেগেছে শুনে আমরাও ভীষণ খুশি। আগামী দিনেও পড়াশোনার পাশাপাশি নাটকে অভিনয় করার চেস্টা চালিয়ে যাব। নাট্যকার সুরজিৎ সিনহা জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি তৃণমূলস্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের নাটকে অভিনয় করার প্রবনতা গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সময়ে শুধু পড়াশোনা করলে হবে না, তার সাথে খেলাধুলা ও অভিনয় সেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মহিষাদল শিল্পকৃতি উদ্যোগ নিয়ে মহিষাদলের পাশাপাশি জেলাজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের নাটক প্রশিক্ষণের একটি কর্মশালা স্কুলে স্কুলে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। বিনামূল্যে নাটক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা চাই প্রাথমিক স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীরা যাতে নাটক শেখা শুরু করে। অভিভাবক ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা যেন আমাদের এই উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

ইংরেজি, অলচিকিতে উজ্জ্বল টুরিয়াচাঁদ

চঞ্চল প্রধান

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের ব্যাপারটা তাঁর মজ্জাগত। শিক্ষার প্রদীপ। যে প্রদীপের আলোয় মনের অন্ধকার দূর হয়। মানুষ, নতুন মানুষে পরিণত হয়। শিক্ষা, সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠা, মর্য্যাদার বিষয়গুলি যেদিন থেকে বোধগম্য হয়েছে, সেদিন থেকে সলতে পাকাতে শুরু করেছেন। শিক্ষার সরণীতে হেঁটে চলার পাশাপাশি আরও দশজনকে সঙ্গী করে চলবেন। শিক্ষা-প্রদীপের আলোয় নিজেকে জারিত করে অপরকেও জারিত হতে উৎসাহিত করবেন। এটা কেবল অঙ্গীকার নয়, মানসিক প্রশান্তিও বটে। টুরিয়াচাঁদ বাস্কে। পেশায় ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষক। ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার পাঁপুড়িয়া গ্রামের মানুষটি সুতাহাটার বাবুপুর অ্যাগ্রিকালচারাল হাইস্কুলের ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক। লালগড়ের রামগড় মোক্ষদা সুন্দরী উচচ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকায় সিধু-কানহু'র সাঁওতাল বিদ্রোহের রূপরেখা নির্ভর লেখা দিয়ে তাঁর লেখক জীবন শুরু। সেই লেখাই পরবর্তীকালে সাঁওতালদের সম্পদ হয়ে উঠল। ব্যাস, মৌলিক লেখার যে কি দাম, কি স্বাদ, তা তিনি বুঝতে পারলেন। পরে শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজে পড়াকালিন "রিমিল" পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন। উনিশশো নববই সালে রেলে চাকরি নেন। পরে সেই চাকরি ছেড়ে বাবুপুর অ্যাগ্রিকালচারাল হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর কলম কখনো থামেনি। জ্বালা,আতু মেরে টাটিঝারি(গঙ্গা বয়ে যাও), এলিজি(দুঃখ), ও হায়রে চাঁদো(ও ভগবান), দুলোর মায়া (ভালবাসার মোহ), মিত্ ডালিচ বাহা (এক স্তবক ফুল), সেবেজ সেবেজ দুলাড়(গভীর প্রেম), সাগুন-অসাগুন(শুভ-অশুভ) ইত্যাদি তাঁর লেখা কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয়েছে চিঠির সংকলন।

সাহিত্য রচনার সুবাদে তিনি আকাশবাণীর সাঁওতালি বিভাগে নিয়মিত পাঠক হয়ে ওঠেন। যোগ দেন চেন্নাইয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও ন্যাশনাল পোয়েটস সিম্পোজিয়ামে বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। আজও দূরদর্শণের অন্যতম পাঠকের মর্যাদায় রয়েছেন তিনি। দিল্লি সাহিত্য অ্যাকাদেমির সভা, সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনেও যোগ দিয়েছেন প্রতিষ্ঠিত কবির সম্মানে। দু'হাজার পনেরো সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাঁওতালি অকাদেমির "সারদা প্রসাদ কিসকু স্মৃতি পুরস্কার", দু'হাজার উনিশে রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের সাধুরামচাঁদ মুর্মু স্মৃতি পুরস্কার সেই সম্মানের বড় স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন টুরিয়াচাঁদের লেখা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়ার সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়,পাঁশকুড়া বনমালি কলেজে অলচিকি হরপে তাঁর সাঁওতালি ভাষার বই পড়ানো হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা 'জিউয়ী' এবং আদিবাসীদের জীবন কাহিনী নির্ভর গবেষণা ধর্মী পত্রিকা 'তিরন্দাজ' সম্পাদনা করেন আজও। অল ইন্ডিয়া সানতালি রাইটার অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি টুরিয়াচাঁদের বড় সাধ, সাঁওতালি ভাষার চর্চা, পড়াশোনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সতেরোশো কবিতা, চারশো প্রবন্ধ, পঁচাত্তরটি গল্প, চারটি উপন্যাস এবং দুশো গানের স্রষ্টা আরও লেখার নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন।

ছবি : রঞ্জন মাইতি

জেলারচিঠি

শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তি পালিত মেচেদায়

স্বামীজি সবার। তাকে জানার অধিকারও সবার। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী একবার বলেছিলেন-"চন্দনকাঠ যতই নাড়বে, তার দিব্যগন্ধ ততই আস্বাদন করতে পারবে।" এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'বিবেকানন্দ-নিবেদিতা ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে মেচেদায় পালিত হল বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেচেদা সাহিত্য আকাদেমির সম্পাদক ও কবি আব্দুল মান্নান। প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিশু সাহিত্যিক দীপ মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট নাট্যকার, কবি ও প্রাবন্ধিক অনিল সামন্ত মহাশয়কে। এ বিষয়ে অনিল বাবু বলেন তিনি আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় বিশ্বাসী নন, কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ে স্থান পাওয়াই আসল সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে শিকাগো বক্তৃতার স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়াও উদীয়মান দুই কবি-বৈদ্যনাথ ধাড়ার 'জানালায় দেখি ভোর' এবং কবি আব্দুল মোক্তারের 'চোরাবালির বাঁকে' ও 'ছড়ার রসে মনটা বশে' কাব্যগ্রন্থ তিনটি প্রকাশ পায়।

বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তা, তাঁর স্বদেশ প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও কবি সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র। এছাড়া সারাদিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা, গান ও আলোচনায় অংশ নেন ডা: রমেশ বেরা, প্রশান্ত শেখর ভৌমিক, ড. বিভাস মণ্ডল, মহাদেব চক্রবর্তী, সুশীল রঞ্জন মাইতি তাপসী তুঙ্গ, রতন চন্দ্র দাস প্রমুখ ব্যক্তিরা। সবশেষে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দুর্গাপদ মাসান্ত(শিক্ষক)
হরশঙ্কর গড়কিল্লা শান্তময়ী হাইস্কুল
মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

চিঠি পাঠান—জেলা বিভাগ, সংবাদ প্রতিদিন, ২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০৭২। মেল করুন — pratidinjela92@gmail.com

রিডাররিপোর্টার

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে গাড়ি

ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এভাবেই যেখানে সেখানে বাইক-স্কুটার-গাড়ি রেখে যান রোগীর আত্মীয়রা। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সকলকেই। সম্প্রতি এই গাড়িগুলি সরানোর উদ্যোগ নিল ট্রাফিক পুলিশ। ছবিটি তুলে পাঠিয়েছেন সুমন পাত্র।

এলাকার হালচাল, সস্যার রোজনামচা, কিংবা অভিযোগের সাতকাহন পাঠকের পাঠানো খবর ও ছবি তুলে ধরা হবে এই কলমে। হোয়াটস্ অ্যাপ করুন 9674116798 নম্বরে। ছবিও পাঠান।

ক্যাম্পাস

প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই মাধ্যমিকে সফল পড়ুয়ারা

সুনীপা চক্রবর্তী

প্রত্যন্ত এলাকার একটি শিক্ষাসংস্থার উদ্যোগে গত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিকে দারুণ ফল করে আসছে দরিদ্র আদিবাসী সহ সাধারণ ঘরের পড়ুয়ারা। জঙ্গলমহলের অন্যতম প্রত্যন্ত এলাকা বলে পরিচিত সাঁকরাইল ব্লক। এক সময় মাওবাদীদের সন্ত্রাসে দীর্ণ ছিল। সেই জায়গায় গত কয়েক বছর ধরে পাতরা জ্ঞানমন্দির সংস্থার হাত ধরে আবাসিক পড়ুয়ারা মাধ্যমিকে সাফল্য পেয়ে আসছে। এই বছর মাধ্যমিকেও এই সংস্থা থেকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে ছেলেমেয়েরা। এবার মাধ্যমিকে ২৪ জন পড়ুয়া এই সংস্থা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এদের মধ্যে দশজন স্টার নম্বর পেয়েছে। দশ জন প্রথম বিভাগে এবং চার জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রধান শিক্ষক চঞ্চল মাহাতো জানিয়েছেন, ৬৪০ নম্বর পেয়েছে জামবনি ব্লকের শিরষি গ্রামের ধীমান মাহাতো। ৫৭৪ পয়েছে শান্তিরাম মান্ডি। গত বছরও এই সংস্থার থেকে মাধ্যমিকে এগারো জন স্টার পেয়েছিল। পাতরা জ্ঞানমন্দির এই সংস্থাটি ঝাড়গ্রাম জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিখরচায় আবাসিক রেখে পঠনপাঠন চালায়। চতুর্থ শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ুয়াদের টিউশন দেওয়া হয় এবং তাদের আবাসিক রাখা হয়। পাতরা জ্ঞানমন্দির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক চঞ্চল মাহাতো বলেন, "২০০৩ সাল থেকে আমরা কয়েকজন মিলে খুব কষ্ট করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে আসছি। লক্ষ্য একটাই, জঙ্গলমহলের প্রন্তিক পড়ুয়ারা যাতে লেখাপড়ায় এগিয়ে যেতে পারে। আমরা আদিবাসী পড়ুয়াদের কাছ থেকে কোনও অর্থ নিই না। অন্যান্যদের কাছ থেকে সামান্য অর্থ নেওয়া হয়। আবাসিক রেখে তাদের টিউশন দিয়ে চতুর্থ শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ানো হয়। আমাদের জ্ঞানমন্দির থেকে এবারও দশজন পড়ুয়া স্টার পেয়েছে। দশ জন প্রথম বিভাগে পাস করেছে। এটা বড় সাফল্য। গত বছরও এগারোজন স্টার পেয়েছিল। আমাদের শিক্ষাসংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি যাতে আমাদের এই শিক্ষাসংস্থা কিছু সাহায্য পায়। আমরা এখনও কোনও সাহয্য ছাড়াই প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার উন্নতিকল্পে কাজ করে চলেছি।"

ছবি : প্রতীম মৈত্র

পায়ে পায়ে ৬০, ইতিহাসকে ছুয়ে দেখা মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের

অংশুপ্রতিম পাল

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক জয়ন্তী উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র 'পায়ে পায়ে ৬০' জেলা শহরে আলোড়ন ফেলেছে। ১৯৫৯ সালের ২০ এপ্রিল মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ (বালক) এ এই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ম। ১৮৪৫ এ বালক বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের নাম ছিল হার্ডিঞ্জ এম ই স্কুল। পরে নাম হয় বঙ্গ বিদ্যালয় বা বাংলা স্কুল। ছেলেদের এই বাংলাস্কুলেই মেয়েদের বাংলাস্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় নানান সমস্যাকে অতিক্রম করতে হয়েছে বারবার। আবার মেয়েদের বাংলা স্কুল বা আজকের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ছেলেদের বাংলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র দাস। ফলে নানান চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে হয়েছে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়কে। আর সেইসব অকথিত কাহিনী উঠে এসেছে 'পায়েপায়ে৬০' তথ্যচিত্রে। পরিচালনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক অখিলবন্ধু মহাপাত্র।

১ঘন্টা ৪৫ সেকেণ্ডের এই তথ্যচিত্রে যেমন রয়েছে অতীতের কথা তেমনি বাদ যায়নি আজকে শহরের উল্লেখযোগ্য স্কুল হিসেবে নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার ইতিবৃত্ত ও। মাত্র ১৩ জন শিক্ষার্থী আর ৩ জন শিক্ষিকা নিয়ে গড়ে ওঠা স্কুলের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪০। পরিচালক নিজেই গবেষণা ধর্মী ভাষ্য রচনা করেছেন, সহযোগিতা করেছেন প্রধানশিক্ষিকা স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠা লগ্নের শিক্ষিকা উমা গোস্বামী, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শোভা ঘোষ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা নূপুর ঘোষ এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ চন্দ্র দাসের কন্যা ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা গৌরী প্রতিহারের বক্তব্যে অতীতকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছে। আবার সেদিনের সেই অতীত প্রাণবন্ত হয়েছে ডাঃ খগেন্দ্রনাথ খামরই,ইন্দুভূষণ দাস,ডাঃ হৃষিকেশ দে, শ্যামলেন্দুকৃষ্ণ মাইতি প্রমুখের কথায়। একানকার প্রাক্তনীদের কথায় আরও সজীব হয়েছে বিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস। আর অভিভাবিকাদের বক্তব্যে গুরুত্ব পেয়েছে আজকের উন্নত পরিবেশ।

ভাষ্যপাঠে অংশ নিয়েছেন স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অখিলবন্ধু মহাপাত্র। কারিগরি সহায়তা দিয়েছেন মেদিনীপুর শহরের 'কোলাজ'। গত ২০ এপ্রিল, তিনদিনের হীরক জয়ন্তী উৎসবের শেষ দিনে প্রদর্শিত হয় 'পায়ে পায়ে ৬০'। তথ্যচিত্রটি দেখে আপ্লুত বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষিকা,শিক্ষাকর্মী,পরিচালন সমিতির সদস্য সদস্যাবৃন্দ। প্রাক্তনী মোম চক্রবর্তী, শতাব্দী চক্রবর্তী গোস্বামী এবং পর্বতারোহী সুজাতা ভট্টাচার্যদের কথায় 'কী করে এতটা সময় কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। আমাদের ফেলে যাওয়া স্কুলকে নতুন করে চিনলাম'।

পরিচালক অখিলবন্ধু মহাপাত্রের কথায়,'বর্তমান প্রধানশিক্ষিকা তথা হীরক জয়ন্তী উৎসবের যুগ্ম সম্পাদিকা স্বাতী দেবী প্রথমে প্রস্তাব দেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক ত্রুটি থেকে গিয়েছে। 'পায়ে পায়ে৬০' উৎসর্গ করা হয়েছে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুশোতম জন্ম জয়ন্তীকে স্মরণ করে।' শিক্ষামহলের মতে এই তথ্যচিত্রটি জেলাশহরের স্কুলগুলির মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

ছবি : সৈকত সাঁতরা